ছড়াটুন ◆ প্রবাস প্রবাঁশ

লুৎফর রহমান রিটন

(মতামতের জন্যে ছড়াকার দায়ী নহেন। এখানে, নিন্দুকদের মুখে শোনা ঘটনার ছড়ায়ন করা হয়েছে মাত্র। এসব নিছক শোনা কথা। সুতরাং শোনা কথায় কান দেবেন না বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতিরা। কাল্পনিক এই ঘটনাসমূহের সঙ্গে বাস্তবতার কোনোই সংস্রব নেই। কারো ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে বর্ণিত ঘটনার মিল খুঁজতে যাওয়া অমার্জিত রসিকতা বলে বিবেচিত হবে। ঘটনার পাত্রপাত্রীদের চেনা চেনা মনে হলে সেটা ভ্রম অথবা বিভ্রম হিশেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। দর্পণে কেউ নিজের চেহারা আবিষ্কার করলে সেটা নিছক দূর্ঘটনা বলেই প্রতীয়মান হওয়া বাঞ্ছনীয়।
*এই পর্যায়ে নিবেদিত হলো **প্রবাস প্রবাঁশ**-এর প্রথম কিস্তি।)*

১॥ কুদ্দুস ভাইয়ের জবানবন্দি

নিন্দুকেরা বলে বেড়ায়
এই প্রবাসের কাহিনী,
এসব কথা যদিও ছড়ায়
লিখতে আমি চাহি নি।

কুদ্দুস ভাই পড়শি আমার
অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সে,
বয়েস যদিও ছয়ের ঘরে
নয় তবুও বৃদ্ধ সে।

কুদ্দুস ভাইর প্রবাস জীবন
পঁচিশ বছর (রটনা),
কুদ্দুস ভাইর জবানীতেই
শুনুন তবে ঘটনা—

“দূর প্রবাসে থাকতে আসে
বাংলাদেশের গুণীরা,
পাশাপাশি ভদ্র-সুজন
সন্ত্রাসী আর খুনীরা।

ছাত্রাবাসে থাকতো যে জন
হলের গোপন চিপাতে—
এইখানে সে ছাত্রনেতা
ভগবানের কৃপাতে।

দেখতে শুটিং এফডিসিতে
আসা যাওয়া যার ছিলো—
বাংলাদেশের ফিল্মে নাকি
খুব অবদান তার ছিলো।

বেইলি রোডের নাটক পাড়ায়
ফুচকা যিনি বেচেছেন—
তারও দাবী—বিখ্যাত সব
দলগুলোতে নেচেছেন।

রামপুরাতে থাকতো যে জন
মিয়া এবং বিবিতে—
অভিনয়ে প্রিয় জুটি
ছিলো ওরা টিভিতে।

দৈনিকে যে লিখতো চিঠি
সাধু এবং চলিত—
তাকেও নাকি বাংলাদেশে
লেখক সবাই বলিতো।

রঙ ও তুলির দোকান ছিলো
বাংলাদেশে থাকিতে—
তারও বেজায় নাম খ্যাতি যশ
আঁকা এবং আঁকিতে।

খৎনা এবং গায়ে হলুদ
করতো যে জন ভিডিও—
তথ্য-চিত্র নির্মাতা সে
যায় পাওয়া তার সিডিও।

ছিলেন যে জন ইত্তেফাকের
উলটো দিকের গলিতে—
সাংবাদিকতো তিনিও,তাহার
কলামে চান বলিতে।

বাংলাদেশের দূর্বাঘাসও
প্রবাসে বট-বিরিক্ষি''

দেখেশুনে কুদ্দুস ভাইর
মেজাজ থাকে তিরিক্ষি!

২॥ কথোপকথন

ধর্ম প্রচার করি আমি ধর্ম প্রচার করি
এলাকাতে নতুন মানুষ পেলেই ছেঁকে ধরি।
—নাম? হেদায়েত। —কাজ? হেদায়েত। আর কোনো কাজ নাই
কী জব করি? জব করি না, ওয়েলফেয়ার খাই।
ইহুদি আর নাসারাদের পাপ ভরা এই দেশে
হেদায়েতের জন্যে এলাম ধর্ম ভালোবেসে।

— সবার আগে নিজের মানুষ এবং নিজের দেশ।
নিজের দেশের মানুষদেরে হেদেয়েত কি শেষ?

— আরে না না, শেষ হয়নি আছে অনেক বাকি।

—ওটা আগে শেষ করাইতো উচিৎ ছিলো, নাকি?

— কথা ঠিকই, কিন্তু ছেলেমেয়ের কথা ভেবে
চলে এলাম। ওরা হেথায় উচ্চ শিক্ষা নেবে।

— মিথ্যা বলা পাপ যদি হয় আপনি নিজেই পাপী
নিজেই খুলে বসে আছেন মিথ্যে কথার ঝাঁপি!
বাংলাদেশে ধন সম্পদ বিপুল পরিমাণে
বানিয়েছেন। এই দেশ কি সে তথ্যটা জানে?

— পাগল নাকি? তোমার কি ভাই বিগড়ে গেছে মাথা?
সে তথ্যটা জানালে কি পাবো বেকার ভাতা?
ওয়েলফেয়ার সো নাইস, ওয়েল, তার তুলনা নাই
এটাতো ভাই গিফট্ ফ্রম গড, অবলীলায় পাই।

— এই টাকাতো ইহুদি আর নাসারাদের টাকা!
সত্য গোপন করে এটা কেমন বেঁচে থাকা?

— ওদের টাকায় আমাদেরও হক রয়েছে হক
বাদ দ্যান তো ফালতু প্যাঁচাল,এসব রাবিশ টক.....

৩॥ মামুর বাড়ি

স্বপ্নের দেশ ক্যানাডাতে
আমি নতুন আইছি
দেইখা দেশের কায়দা কানুন
ভীষণ মজা পাইছি।

ক্যানাডা য্যান মামুর বাড়ি
আর আমি তার ভাগ্না
চিকিৎসা আর থাকন খাওন
ব্যাবাক কিছুই মাগনা।

বিছনা বাসন থালা বাটি
সবই দিছে সরকার
পিরথিবিতে এমুন দেশই
সৃষ্টি করন দরকার।

লেপ-কম্বল সবই দিছে
কিন্না দিছে বদনা
(হালারপোরা এমুন ভোদাই
এ্যাক্কেবারে মদনা!)

দেশে আমার ট্যাকা আছে
কিন্তু আমি কই না
কইলে নাকি আমি হালায়
এলিজিবল হই না।

মাসে মাসে বেকার ভাতা
ওয়েলফেয়ার, বুঝছো?
(অরিজিনাল কাউয়া আমি
পরছি ময়ূর পুচ্ছ!)

ভিজিট ভিসায় আইছি একা
বউ পোলাপান আইবো
আগামীতে ফুল ফ্যামিলি
আওয়ার সুযোগ পাইবো।

কাজ করি না কাম করি না
ভালাই আছি, মৌজে,
দেশ গ্যারামে আমার লিগা
কান্দে আমার বউ যে!

কইছি অরে— আমার পিছে
ঘুরতে আছে ম্যামরা,
(মাঝ বয়েসে মজনু হমু
য্যান আমি এক ছ্যামড়া!)

বউয়ের লগে কিডিং করি
বউ বুঝে না কিচ্ছু,
বন্ধুরা কয় আমি একটা
ধূর্ত শিয়াল, বিচ্ছু।

আওমী লীগের আ বুঝি না
বিয়েনপি-টার বি-য়ো
কেইছ মারছি পলিটিকাল
খোদা রহম দিয়ো।

৪ ॥ ক্রাইসিস

ক্রাইসিস ক্রাইসিস দেখি সর্বত্র
লিখছি বাছাই করে দুই চারি ছত্র।
সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করি ভাইরে
শরীরে শক্তি আর একটুও নাইরে।

সব জব অড জব গুড জব পাইনা
সবাই শত্রু যেন কেউ কারো ভাই না।
জীবনটা ছকে বাঁধা সপ্তাহে সাত দিন
পাই নাতো টের যায় কোন ফাঁকে রাতদিন।
ভীষণ কষ্ট শীতে জমে যায় হাড্ডি
প্রকৃতির সাথে যেন খেলছি কাবাড্ডি!

এই লোন সেই লোন কতো লোন নিচ্ছি
কিলবিল করে বিল, মাসে মাসে দিচ্ছি।
বিল দিতে দিতে দিতে হয়ে যাই নিঃস্ব
জমতে দেয় না টাকা পুঁজিবাদী বিশ্ব।

৫ ॥ নবীন বরণ

এই পাড়াতে কে এলো রে
নতুন পরিবার?
সময় এখন ওদের সাথে
সখ্য গড়িবার।

ইচ্ছে মাফিক করবো দোহন
শুভাকাঙ্খী বেশে
আমার পেছন ডলার খরচ
করবে হেসে হেসে।

উঠবে এবং বসবে ওরা
চলবে আমার নামে
ডানে বললে ডানে যাবে
বামে বললে বামে।

কৃতজ্ঞতায় আমায় সালাম
ঠুকবে ক্ষণে ক্ষণে
থাকবে ওরা আমার মুঠোয়
আমার নিয়ন্ত্রণে।

৬॥ গাল-গপ্পে দিন যায়

ছিলাম আমি দশ বারোটা গার্মেন্টস-এর মালিক
পরের ভিটায় চড়তো ঘুঘু আমার ভিটায় শালিক।
কানাডাতে ইমিগ্রেশন নিলাম ক্যানো তবে ?
জানতে হলে প্রেক্ষাপটটা একটু বুঝতে হবে।
গুলশান আর বনানী আর উত্তরাতে বাড়ি
থাকার পরেও শীতের দেশে ক্যান দিয়েছি পাড়ি?

হাজার কয়েক শ্রমিক ছিলো আমার কোম্পানীতে
তবুও আমার ইমিগ্রেশন ক্যান হয়েছে নিতে?
বুঝতে হলে বাস্তবতা মানতে হবে তোকে
ঘটনাটা ঘটলো নেহাত ঝোঁকের মাথায়, ঝোঁকে.....
ঝোঁকের মাথায় নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছিরে
কানাডাতে এসেই মোহ কাটলো ধীরে ধীরে।

এখন আমি কি কাজ করি? ব্যবসা? আরে না না
কানাডাতে ব্যবসা করার ঝক্কি সবার জানা।
শুভাকাংখী সবাই আমায় করছে নিষেধ মানা
হাজার রকম হ্যাসাল তাতে জীবন ফানা ফানা।

কানাডাতে সকল কাজই ডিগ্নিফায়েড ওকে
(তবুও আমার ঘুম আসেনা প্রেস্টিজেরই শোকে।)
কাজকে এরা হেইট করে না সকল কাজই দামী
ভেবেচিন্তে খুব দামী এক কাজ নিয়েছি আমি।
নাইট শিফ্টে কাজ করি তাই দিনটা বেঁচে যায়
কাজটা করে দু'সপ্তাহে হাজার ডলার আয়।
সিক্যুরিটির কাজ নিয়েছি কাজটা খুবই ইজি
দুই পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা,থাকতে হয়না বিজি।

দায়িত্বটা বেশি হলেও কষ্ট তাতে কম
এই বয়েসে কষ্ট? শরীর সইবে না একদম।

দারোয়ানের চাকরি এটা? আরে না না, গাধা
তোকে বোঝায় সাধ্যটা কার, তুইতো হাঁদার হাঁদা।

কী বললি? বাংলাদেশে যাই না ক্যানো ফিরে?
পাগল নাকি? মাথা খারাপ? এসব বলিস কি রে!
দালাল ধরে হালাল হলাম আমেরিকা দিয়ে.....
(কি বলতে কি বলে ফেললাম, সরি,মানে ইয়ে).....

৭॥ মনসুরালীর বয়ান

কেস মারছি পলিটিকাল। হয় নাই।
বেরিস্টারে কইয়া দিছে—ভয় নাই।
আপিল করেন আপিল করেন। করছি।
আমি অহন মাইনকা চিপায় পড়ছি।

করতে আপিল খর্চা অনেক হইছে
এইটা নিয়ম, বেরিস্টারে কইছে।
মন্দ কপাল আপিল রিজেক্ট হইলো
ভাইব্বেন না, বেরিস্টারে কইলো।
হিউমিনিটারি গ্রাউন্ডে ফের মারছি
এর মইধ্যে জরুরী কাম সারছি।
কইতে গেলে বুক ফুইলা যায় গর্বে
তিনটা পোলা আমার বউয়ের গর্ভে
জন্ম নিছে,আমি মমিন সাচ্চা
আমার ঘরে ক্যানাডিয়ান বাচ্চা!
বেরিস্টারে কইছে হেদিন—‘‘যাগ্ গে
ফিরবে কপাল এই ছেলেদের ভাগ্যে।
করলে ডিপোর্ট নাই ক্ষতি নাই ওক্কে?
আপনি এখন বলতে পারেন লোককে—
ভবিষ্যতে করবে ওরাই স্পনসর
ভাব্বেন না মনসুরালী মনসর!’’

অটোয়া, কানাডা
riton100@gmail.com